PHTOT ARTS

গোল্ডেন ক্রিকচার্সের
নিবেদন

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

গোল্ডেন রিলিজ

গোল্ডেন পিকচার্সের নিবেদন—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

পৃষ্ঠপোষকতায় : শ্রীরূপলাল ধর প্রযোজনা : কিরণ লেখা কলাভবন

কাহিনী ও সংলাপ : কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ

সংগঠনকারীগণ :—

আলোক চিত্র : সুরেশ দাস
শব্দগ্রহণ : গৌর দাস
সম্পাদনা : বহু চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনা : শুভ মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : রবীন দত্ত, সুধাংশু চক্রবর্ত্তী
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, তিনকড়ি অধিকারী
স্থির চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

সঙ্গীত পরিচালক : উমাশঙ্কর
সহযোগী পরিচালক : ভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃত্য পরিচালক : অতীন লাল
রসায়নাগরিক : আর, বি, মেহেতা, ধীরেন দাসগুপ্ত
পট শিল্পী : কবি
সাজসজ্জা : নিবারণ চন্দ্র ঘোষ
মৃৎশিল্পী : গোবিন্দ ঘোষ
কেশসজ্জা : শেখ্ বেচু
প্রধান কর্ম্মসচিব : কালীপদ গাঙ্গুলী

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সহকারীগণ :—

পরিচালনায় : চিত্রদূত, দীপক চট্টোপাধ্যায়, চির রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
চিত্রশিল্পে : নব সিংহ রাও, নির্ম্মল মল্লিক, অমিয় ঘোষ, সুধীন সরকার
শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধিনাথ নাগ, হিমাংশু
সম্পাদনায় : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পনির্দ্দেশনায় : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত পরিচালনায় : হিমাংশু ও অরুণকুমার কর : রূপসজ্জায় : অনাথ মুখোপাধ্যায় : নৃত্য পরিচালনায় : প্রভাত কুমার।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ও রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—সুধীর বন্ধু

নাম ভূমিকায় — **পাহাড়ী সান্যাল**

অন্যান্য ভূমিকায় :—

সুনন্দা দেবী, মলিনা দেবী, কৃষ্ণা দেবী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, সমীর কুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, ননী মজুমদার, সমীর মজুমদার, অনুপকুমার, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিং, গৌরীশঙ্কর, দেবু মুখার্জ্জি, মিহির মুখার্জ্জি, আশু মুখার্জ্জি, নরেন চক্রবর্ত্তী, জিতেন গাঙ্গুলী, সত্য সাধন, ব্রজরাজ, দিলীপ দে, বলিন সোম, সুধাংশু রায়, পশুপতি, হরিদাস, তপন, দেবু, অনিল, কানাই, সরোজ, শিবেন, হরিচরণ, ভবানী, মাষ্টার মোম পাপড়ি, জয়শ্রী সেন, প্রীতি পাল, উষা দেবী, অঞ্জলি দাসগুপ্তা, বুলবুল গাঙ্গুলী।

গোল্ডেন পিকচার্স রিলিজ

রচয়িতার নিবেদন

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য, নিখিল বঙ্গ হিন্দুসমাজের সর্বজনমান্য সমাজপতি, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন ইতিহাস বিখ্যাত পুরুষ। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এই নামটির সঙ্গে বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া সুপরিচিত—এই নামটির সঙ্গে আরো একটি নাম বোধকরি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসিদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করিয়া গণমানসের রসলোকে অমরতা লাভ করিয়াছে—সে নামটি হইল, "গোপাল ভাঁড়।" ঐতিহাসিক সমাজ এই মৃত্যুঞ্জয় ব্যক্তিটির অস্তিত্ব স্বীকার করুন বা নাই করুন তাহাতে ইঁহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই বরং এই রসিক পুরুষটির অসামান্য জনপ্রিয়তার সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন।

সেকালের বাংলাদেশ যখন হিন্দু ও মুসলিম জমিদার ও নবাবদের আত্মকলহে, বর্গী হাঙ্গামায়, ফিরিঙ্গী সাম্রাজ্যবাদীদের পররাজ্যলোভী চক্রান্তে ও দেশব্যাপি জনসাধারণের অকথ্য নির্যাতনে বিপর্যস্ত; বাঙালীর সাহিত্য, কাব্য ও দর্শন যখন বিপন্ন—সেই ঐতিহাসিক দুর্যোগের যুগসন্ধিক্ষণে একমাত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা পাইয়াছিল। এই গুণগ্রাহী বিদ্বজ্জনসেবক জমিদারের সভাতেই তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ও শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, গুপ্তিপাড়ার কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কবি অযোধ্যারাম গোস্বামী, বৈষ্ণবাচার্য রাধামোহন গোস্বামী ও নবদ্বীপের মহাপণ্ডিত হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত এই নয়জনকে লোকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত তুলনা করিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলাদেশের সমস্ত দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিকদের ভরণপোষণের জন্য নিষ্কর জমি ও বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস সেজন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম আজিও সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের প্রামাণ্য কাহিনী অবলম্বনে বর্ত্তমান জীবন চিত্রটি নির্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার বিচিত্র জীবনের বহু কাহিনী, বহু ঘটনা, বহু কিম্বদন্তীর কথা অদ্যাপিও লোকমুখে শোনা যায়, ইতিহাসেও বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। দুঃখের বিষয়,—একটি মাত্র চিত্রনাট্যের মধ্যে সবগুলি কাহিনীর সন্নিবেশ করা অসম্ভব ব্যাপার, সেজন্য বহু লোভনীয় ঘটনা বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

* কাহিনীর সারাংশ *

জ্ঞানচর্চায়—গুণগ্রাহিতায়—সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে—প্রজানুরঞ্জনে—হাস্য-পরিহাসে—শক্তিচর্চা ও শীকারে—নদীয়ার সর্বজনমান্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরমানন্দে দিন কাটে। সর্বগুণান্বিত এই ভূস্বামীর জনপ্রিয়তা ক্রমশই তাঁর নিত্যসহচর সুখদুঃখের বিঘ্নবিপদের একান্ত বন্ধু ও সেবক গোপালভাঁড়ের

অনন্যসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাস-রসিকতার আলোকে সমুজ্জল হয়ে ওঠে। কিন্তু বিধাতা নিরবচ্ছিন্ন সুখ কারো অদৃষ্টে লেখেন না। এই ঐশ্বর্যময় পরিবেশের মধ্যে একদিকে পতিভক্তি-পরায়ণা বড়রাণী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের, অন্য দিকে দাম্ভিকা ও ঈর্ষাতুরা ছোটরাণী ও তাঁর পুত্র শম্ভুচন্দ্রের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝড়ের আগে ঈশাণ কোণের এক খণ্ড সর্বনাশা কালো মেঘের মত সঞ্চিত হতে থাকে। মাঝে মাঝে ছোট খাটো দু'একটি ঘটনার মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশান্ত মানস সরোবরে দুশ্চিন্তার তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়।

এদিকে বাংলার রাজনৈতিক আকাশেও তখন ঝড়ের পূর্বাভাস। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা নবাব হলেন। কিশোর নবাবের বিরুদ্ধে সুরু হ'ল স্বার্থান্বেষীদের হীন চক্রান্ত। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রান্তকারীদের বিশ্বাস ক'রে সাংঘাতিক ভুল করলেন। তারপর মীরজাফরী চক্রান্তেঃ

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজের হত্যার সংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এবার তাঁকে ভুলের মাশুল দিতে হ'ল। অনুতাপে আত্মগ্লানিতে পারিবারিক অশান্তিতে কৃষ্ণচন্দ্র উন্মাদ হবার মত হ'লেন। একমাত্র মহাসাধক রামপ্রসাদই তাঁর সান্ত্বনা। তাঁর কাছে গিয়েই তিনি শান্তি পান। মাতৃ-নাম শুনে মুগ্ধ হন! কৃষ্ণচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ উভয়েই এমন নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, একে অপরকে না দেখে প্রায়শই থাকতে পারতেন না। সাধক রামপ্রসাদের প্রভাবে ক্রমশঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনও শেষ বয়সে একটা মধুর দিব্যভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিল।

দেখতে দেখতে সিরাজ গেল—মীরজাফর এল—মীরজাফর গেল—মীর-কাশিম এল। যে মীরকাশিম একদিন সিরাজকে শ্বশুর মীরজাফরের আদেশে বন্দী করেছিলেন—যে মীরকাশিম সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের হ'য়ে লড়েছিলেন—সেই মীরকাশিম তখৎ-ই-মোবারকে বসেই প্রতিজ্ঞা করলেন—সর্বপ্রথমে ইংরাজকে এদেশ থেকে দূর করে দেবেন। সেজন্য যারা যারা সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের প্রত্যেককে বন্দী করে মুঙ্গের দুর্গে আটক করে রাখলেন। দুর্ভাগ্য ও ভ্রান্তিবশতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বন্দী হলেন।

এদিকে কৃষ্ণচন্দ্রের পারিবারিক অশান্তি চরম পর্য্যায়ে পৌছেছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গের দুর্গে বন্দী হওয়ায় পিতৃদ্রোহী শম্ভুচন্দ্র পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে—নদীয়ার সিংহাসন দখল করলেন—তখন ওদিকে মীরকাশিমের আদেশে ঘাতকরা কৃষ্ণচন্দ্রকে হত্যা করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে.....কিন্তু কে তাঁকে সেই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করলো? কে তাঁর দুর্দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু??
কে?.....

(১)

(সাধক কবি রামপ্রসাদ বিরচিত)

মাগো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার উপর, করলে দুঃখের ডিক্রীজারি॥
এক আসামী ছয়টা পেয়াদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি॥
পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে দোহাই সারি।
মাগো তারা ও শঙ্করী—
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি॥
রামপ্রসাদের দায় ঠেকায়ে বসে আছ রাজকুমারী।

(২)

— রামপ্রসাদী —

মনরে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা॥
অন্য অব্দ-শতান্তে বা,
বাজেয়াপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এই বেলা তুই,
চুটিয়ে ফসল, কেটে নেনা॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।

(৩)

— রামপ্রসাদী —

আমায় ছুঁয়োনারে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যেদিন দয়াময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোনরে শমন বলি তোরে, কিসে আমার জাত গিয়েছে।
আমি, ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দু'জনা, কালীনামে দল বেঁধেছে।
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয়জন, ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে॥
যে জোরে একঘরে আমি, সে জোর আমার বজায় আছে।
প্রসাদ বলে বেজাত ম'লে যম যেন না আসে কাছে॥

(৪)

— রামপ্রসাদী —

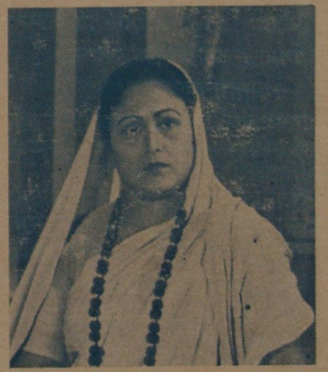

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকতে দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে,
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে,
বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
ম'লে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি,
শেষে দিবে গোবর ছড়া
যেই ধ্যানে এক মনে,
সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে ছাখো কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়॥

প্রতিক্ষায় থাকুন ! প্রতিক্ষায় থাকুন !!

প্রস্তুতির পথে !!!

ঃ একমাত্র পরিবেশক ঃ

গোল্ডেন পিকচার্স

গোল্ডেন পিকচার্স ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচার-সচিব সুশীল মাধব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ইষ্টল্যাণ্ড প্রেস সার্ভিস, ২৯, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১